ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৭৪৯

আগরতলা, ১৬ মে, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

'যৌন শোষণের শিকার মহিলা শ্রমিকের সন্তান বিক্রি হল' শিরোনামে ৬ মে, ২০২৫ তারিখে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার এক স্পষ্টিকরণ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এবিষয়ে সাব্রুম এসডিপিও-র কাছ থেকে পাওয়া তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী সাব্রুম থানার অন্তর্গত বনকুল এলাকার নির্মল দাসের স্ত্রী আফাই মগ ৮-৯ বছর আগে কাজের খোঁজে জলেফার এমডিআই ইটভাট্টায় যান। তার সাথে ছিল তার দুই ছেলে অজয় দাস (৩ বছর) এবং বিজয় দাস (২ বছর)। ইটভাট্টার মালিক ভানলাল দেবনাথের কাছে নিজেকে বিধবা বলে দাবি করে আফাই মগ ইটভাট্টায় কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সমবেদনার কারণে ইটভাট্টার মালিক তাকে সেখানে কাজ দেন। তখন থেকে মহিলা ইটভাট্টায় একটি শেড ঘরে থেকে সেখানে কাজ করতে থাকে। ২০১৯ সালে ইটভাট্টা জলেফা থেকে সরিয়ে পূর্ব সাব্রুমে (বৈষ্ণবপুর) নিয়ে যাওয়া হয়। মহিলা সেই ইট ভাট্টারই এক শ্রমিক সেবন কুমার ত্রিপুরা ও অন্যদের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ৮-৯ মাস পরে মহিলা এক ছেলে শিশুর জন্ম দেয় এবং সেই নবজাত শিশুটিকে সাব্রুম থানাধীন রাজাধরপুর মাগরুমের জনৈক দাফুরাই ত্রিপুরার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু বিষয়টি গোপন রাখা হয়। তারপর ২-৩ বছর পরে মহিলা আবার এক শিশুর জন্ম দেয় এবং এই শিশুটিকে বৈষ্ণবপুর হাজরাপাড়ার মংসাই মগ এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে মহিলাকে আবার বৈষ্ণবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভর্তি করা হলে মহিলা আবার এক ছেলে শিশুর জন্ম দেয়। মহিলা শিশুটিকে ফেলে চলে যেতে চাইলে একজন আশা কর্মী ফাল্গুনি ত্রিপুরা শিশুটিকে পিরন ত্রিপুরার (দেববর্মা) (পশ্চিম হরিনার নিরেন ত্রিপুরার স্ত্রী) কাছে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে সে তাতে রাজি হয়। সেই অনুযায়ী ১৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে শিশুটিকে নি:সন্তান মহিলা পিরন ত্রিপুরার কাছে তুলে দেয়। এখন শিশুটি পিরন ত্রিপুরার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। মহিলা পুলিশকে জানিয়েছে, সে তার শিশুকে স্বইচ্ছায় পিরন ত্রিপুরার কাছে হস্তান্তর করেছে, বিক্রি করেনি। কেননা একজন ছেলের ভরনপোষণ করার ক্ষমতা তার নেই। মহিলা সেবন ত্রিপুরা এবং আর এক জনের সাথে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা স্বীকার করে বলেছে সর্বশেষ শিশুটির পিতা জনৈক অমর দে এবং যদি অমর দে তাকে টাকা না দেয় তাহলে সে অভিযোগ জানাবে। সাব্রুম মহকুমা শাসকের কাছে এই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে যাতে বিষয়টি লেবার ইনস্পেক্টরের কাছে হস্তান্তর করা হয় উপযুক্ত পদেক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

****